বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি

Bangladesh Class-III Govt. Employees Association

(একটি অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন)

অস্থায়ী কার্যালয় ঃ ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।

e-mail : info@bgeac3.com web:wwwbgeac3.com

স্মারক নং ঃ বাতসকস/সম/২০১৪/১১৪ তারিখ ঃ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ।

সর্বনিম্ন মূল বেতন ১৫০০০ টাকা নির্ধারণ, জুলাই, ২০১৪ইং হতে নতুন জাতীয় বেতন স্কেলের পূর্ণ বাস্তবায়ন, সচিবালয় ও অন্যান্য দপ্তর প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মধ্যে সৃষ্ট বেতন ও পদমর্যাদার বৈষম্য নিরসনের দাবীতে

সংবাদ সম্মেলন

তারিখ ঃ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪খ্রিঃ

সম্মানিত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির পক্ষ হতে সালাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে পেশ করছি আজকের সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য। বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি একটি অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন। প্রজাতন্ত্রের সরকারি কর্মক্ষেত্রে বিরাজমান মোট জনবলের প্রায় ৬০ ভাগই তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী। সরকারের রাজস্ব খাত, উন্নয়ন খাত, ওয়ার্কচার্জড, ক্যাজুয়াল, কন্ট্রিজেন্সী, মাস্টাররোল, দৈনিক ভিত্তিক এবং জাতীয় বেতন স্কেলের আওতায় প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন সেক্টর কর্পোরেশনে বিদ্যমান তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ। তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী, আমরা সকলেই নির্দিষ্ট ও স্বল্প আয়ের কর্মচারী। আমরা অবহেলিত ও নানাবিধ বৈষম্যের শিকার।

সুধী সাংবাদিকবৃন্দ,

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, মহান সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত আপনারা জাতির বিবেক, অসহায় নির্যাতিত জনগোষ্ঠির জাগ্রত কণ্ঠস্বর। আপনারাই পারেন বাস্তবতার নিরিখে তীক্ষ্ণ লেখনির মাধ্যমে অবহেলিত জনগোষ্ঠির সমস্যাদি অতীব সহজতর ও সুন্দরভাবে সরকার, দেশ ও জাতির কাছে তুলে ধরতে। সেই প্রত্যাশায় আজ প্রজাতন্ত্রের অবহেলিত ও বঞ্চিত তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্যের করুণ চিত্রের দু'একটি দিক আপনাদের মাধ্যমে সরকারের সুবিবেচনার জন্য তুলে ধরা একান্তই প্রয়োজন ও জরুরী বলে আমরা মনে করছি।

২০০৯ সালে ৭ম জাতীয় বেতন কমিশন বা বেতন স্কেল বাস্তবায়নের পর দফায় দফায় গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি করার ফলে ব্যাপক হারে টাকার অবমূল্যায়ন হয়ে ২০০৯ সনের তুলনায় বর্তমানে অধিকাংশ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম শতভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সমিতির পক্ষ হতে বিভিন্ন সময় কর্তৃপক্ষ তথা সরকারকে বারবার বেতন বৃদ্ধিসহ ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণের আবেদন নিবেদন করায় সদাশয় সরকার জুলাই ২০১৩ইং তারিখ হতে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে ২০% মহার্ঘ ভাতা প্রদান করেছেন যা মূল্য বৃদ্ধির তুলনায় ছিল একেবারেই নগণ্য। নির্দিষ্ট ও স্বল্প আয়ের কর্মচারী হওয়ায় আর্থিক অনটনে পরিবার পরিজন নিয়ে আজ আমরা সকলেই নিরুপায় ও দিশেহারা। অনাহারে অর্ধাহারে জীবন যাপনের সাথে বন্ধ হতে চলেছে উপযুক্ত চিকিৎসা ও সন্তানদের শিক্ষা দানের পথ। বর্তমান অবস্থায় জীবন যাপনের ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সংগতি সাধনের জন্য ৬(ছয়) সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের দ্রব্য মূল্যের বাস্তবভিত্তিক তথ্যচিত্রসহ বেতনভাতা ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি সম্বলিত প্রস্তাবনা সুবিবেচনার জন্য ৭, মে ২০১৪খ্রিঃ ৮ম জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশন ২০১৩ এর সম্মানীত চেয়ারম্যান সমীপে দাখিল করা হয়েছে। দাখিলিয় প্রস্তাবের আলোকে সম্মানীত চেয়ারম্যান ও কমিশন সদস্যবর্গের সাথে ২৬ জুন ২০১৪খ্রিঃ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে ৮ম নতুন জাতীয় বেতন স্কেল জুলাই/১৪ইং হতে বাস্তবায়নে আশ্বাস প্রদান করা হলেও গত ২৩ সেপ্টেম্বর/১৪ তারিখ অর্থ মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক নতুন বেতন স্কেল জুলাই/২০১৫ইং হতে কার্যকর হবে মর্মে বলায় কর্মচারী অঙ্গনে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মনে করি বর্তমান বাজার দর বিবেচনায় যথাশীঘ্র সম্ভব সর্বনিম্ন মূল বেতন ১৫০০০ টাকা নির্ধারণ করে জুলাই ২০১৪ইং হতে নতুন জাতীয় বেতন স্কেলের পূর্ণ বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন।

বিজ্ঞ সাংবাদিকবৃন্দ,

আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭৩ সনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রথম জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করেন মোট ১০টি বেতন স্কেলে। শ্রেণীভেদে যদিও বেতনে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল, তবু একটি সম্ভাবনার দিক উন্মোচিত হয়েছিল যে, প্রবর্তিত এই নতুন ধারা অনুসরণ করে ক্রমান্বয়ে বেতন বৈষম্য বা ব্যবধান একটি সম্মানজনক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ স্তরে বিন্যস্ত হবে। প্রজাতন্ত্রের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে গড়ে উঠবে সুদৃঢ় ঐক্য, সৃষ্টি হবে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসার। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক যে মাত্র চার বৎসরের ব্যবধানে ১৯৭৭ সালে সামরিক শাসনকালে কোন বিশেষ গোষ্ঠির স্বার্থে বিভিন্ন শ্রেণীর বা স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক বেতন বৈষম্য ও জটিলতার সৃষ্টি করে ১০টি বেতন স্কেল ভেঙ্গে ২০টি বেতন স্কেল নির্ধারণ করে ভিন্ন রকম একটি জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করা হয়। ১৯৭৭ সনের জাতীয় বেতন স্কেলের পর ১৯৮৫, ১৯৯১, ১৯৯৭, ২০০৫ ও ২০০৯ সালে যে সকল বেতন স্কেল বা বেতন কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা মূলতঃ ছিল ১৯৭৭ সনের জাতীয় বেতন স্কেলের সংশোধিত স্কেল বা রূপ এবং ১৯৭৩ সালের বেতন স্কেলের আদর্শিক ধারার বিচ্যুতি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং কর্মচারী ও কর্মচারীদের মধ্যে বেতনের বৈষম্য ধারাবাহিকভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়ে চলেছে এবং সেই সাথে সৃষ্টি হয়েছে পদমর্যাদার বৈষম্য, ব্যাহত করেছে এদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে।

সুধী সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আপনারা জানেন বৈষম্যের প্রতিবাদে ১৯৬৯-৭০ সালে গণআন্দোলন এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ৩০(ত্রিশ) লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত একটি স্বাধীন দেশের গর্বিত নাগরিক আমরা। আমাদের গভীর প্রত্যাশা ছিল গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে সৃষ্ট সকল বৈষম্য সহনীয় পর্যায়ে নিরসন হবে। কিন্তু দেখা গেল, বৈষম্য নিরসন করে সমঅধিকার প্রাপ্তির পরিবর্তে সৃষ্ট বৈষম্যের বেড়াজাল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। কর্তৃপক্ষ বা সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধের চেনতাকে ধারণ করে বৈষম্য নিরসন ও সমঅধিকার প্রদানের বিষয় বিবেচনা না করে বিশেষ শ্রেণী-গোষ্ঠি বা বিশেষ দপ্তর প্রতিষ্ঠানের ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের ২য় শ্রেণী পদমর্যাদা ও বেতনস্কেল প্রদান করছেন এটা খুবই দুঃখজনক। আমরা এই অন্যায় বৈষম্য-বঞ্চনার প্রতিবিধান চাই, চাই বৈষম্যের দ্রুত অবসান।

তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে সৃষ্ট আর্থিক ও পদমর্যাদার বৈষম্য নিম্নে দেখানো হলো ঃ -

০১। যাদের পদমর্যাদা ও আর্থিক সুবিধা উন্নীত করা হয়েছে	১। সমমানের ও সমপদের যাদের বঞ্চিত করা হয়েছে
১(ক)। বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রধান সহকারী, শাখা সহকারী, উচ্চমান সহকারী, বাজেট পরীক্ষক, হিসাব রক্ষক পদসমূহকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা/সহঃ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তারূপে পদবী পরিবর্তন ও ২য় শ্রেণীর মর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদান।	১(ক)। সচিবালয় বহির্ভূত বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, ডিসি অফিসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান সহকারী, উচ্চমান সহকারী, উচ্চমান সহকারী-কাম-হিসাব রক্ষক, কম্পিউটার অপারেটর, হিসাব রক্ষক, এজিবির অডিটরসহ সমমানের।
১(খ) সচিবালয়ের সাঁটলিপিকার পদ ব্যক্তিগত কর্মকর্তারূপে পদ পরিবর্তন ও ২য় শ্রেণীর মর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদান।	১(খ)। সচিবালয় বহির্ভূত বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও ডিসি অফিসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাঁটলিপিকারগণ।
১(গ) ডিপ্লোমা প্রকৌশলী, ডিপ্লোমা নার্স, এজিবির বিভাগীয় হিসাব রক্ষক পদগুলো ২য় শ্রেণীর মর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদান।	১(গ)। পদোন্নতিপ্রাপ্ত ডিপ্লোমা প্রকৌশলী, ডিপ্লোমা কৃষিবিদ, কম্পিউটার অপারেটর, ডিপ্লোমা হেলথ টেকনোলজিস্ট, ফার্মাসিস্ট, এজিবি বহির্ভূত হিসাব রক্ষকসহ সমপদের।
১(ঘ)। পুলিশ সার্জেন্ট, এসআই, কারিগরি শিক্ষার ড্রাফটসম্যান, কানুনগো, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা, খাদ্য পরিদর্শক, সামুদ্রিক মৎস্য শাখা পরিদর্শক ইনল্যান্ড, রেঞ্জার, এনএসআই ফিল্ড অফিসার, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদগুলো স্বপদে ২য় শ্রেণী পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদান।	১(ঘ)। কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর বহির্ভূত দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, ডিসি অফিসসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ড্রাফটসম্যান, কম্পিউটার/ ডাটাএন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর, ওয়ার্ক সুপারভাইজার, সার্ভেয়ারসহ ডাক বিভাগের এল এস জি, এ পি এম, টি পি এম, এইচ এস জি, ডি পি এম. থানা পোস্ট মাস্টার, মেডিকেল রেকর্ডকিপারসহ অন্যান্য সমমানের পদ।
০২। যাদের বেতন স্কেল আপগ্রেড করা হয়েছে	০২। সমমানের যাদের বেতন স্কেল আপগ্রেড করা হয় নাই
২(ক)। এজি অফিসের অডিটর, সিনিয়র একাউন্টস ক্লার্ক, ডিপ্লোমা হেলথ টেকনোলজিস্ট, ফার্মাসিস্ট, সচিবালয়ের কোষাধ্যক্ষ, সহকারী হিসাব রক্ষক, উপখাদ্য পরিদর্শক, সহকারী খাদ্য উপ-পরিদর্শক, জুনিয়র ফিল্ড অফিসার (এনএসআই) ইত্যাদি।	বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও ডিসি অফিসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান সহকারী, উচ্চমান সহকারী, উচ্চমান সহকারী-কাম-হিসাব রক্ষক, কম্পিউটার/ডাটাএন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর, হিসাব রক্ষক, ড্রাফটসম্যান, ওয়ার্ক সুপারভাইজার, সার্ভেয়ার, স্টোর কিপার, মেডিকেল রেকর্ড কিপার, ডাক বিভাগের এল এস জি, এ পি এম, টি পি এম, এইচ এস জি, ডি পি এম, থানা পোস্ট মাস্টারসহ সমমানের পদ।
০৩। যাদের সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে	০৩। সমমানের যাদের সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয় নাই
৩(ক) সাঁটলিপিকার, স্টেনো টাইপিস্ট, টাইপিস্ট, ওয়ার্ক এসিসটেন্ট, ভারী গাড়ী চালক, গাড়ী চালক ইত্যাদি।	বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসকের দপ্তর ও প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য দপ্তর প্রতিষ্ঠানের প্রধান সহকারী, উচ্চমান সহকারী, কম্পিউটার/ ডাটাএন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর, উচ্চমান সহকারী-কাম-হিসাব রক্ষক, স্টোর কিপার, মেডিকেল রেকর্ড কিপার, ডাক বিভাগের এসজি অপারেটর, এলএসজি, এপিএম, টিপিএম টেলিফোন অপারেটরসহ অন্যান্য পদ পদবী।

বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত দাবীসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে জোর দাবী জানাচ্ছি।

১(ক)। জুলাই ২০১৪ইং হতে নতুন জাতীয় বেতন স্কেল প্রদান ও পূর্ণ বাস্তবায়নকরণ। নতুন বেতন স্কেল বাস্তবায়ন পর্যন্ত অর্ন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য জুলাই ২০১৪ইং হতে ৫০% বেতন বৃদ্ধিকরণ।

১(খ)। ১৯৭৩ সনে বঙ্গবন্ধু সরকার প্রদত্ত বেতন স্কেল অনুসরণে ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের বিদ্যমান ৬টি স্কেলের পরিবর্তে ৩(তিন)টি এবং ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের ৪(চার)টি স্কেলের পরিবর্তে ২(দুই)টিসহ মোট ১২(বার)টি ধাপে বেতন স্কেল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নকরণ, যা ৭ মে ২০১৪খ্রিঃ ৮ম জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশন ২০১৩খ্রিঃ সমীপে দাখিলিয়।

১(গ)। জীবনযাপনের ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে ১৫০০০ টাকা সর্বনিম্ন মাসিক মূল বেতন নির্ধারণ ও মূল বেতনের ৭৫% বাড়ী ভাড়া, ২৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা, ১১০০ টাকা যাতায়াত ভাতা, প্রতিদিন ৫০ টাকা হারে প্রতিমাসে ১১০০ টাকা টিফিন ভাতা, সন্তান শিক্ষাভাতা বৃদ্ধি, গ্যাস বিদ্যুৎ পানির বিল ভাতা হিসাবে প্রদান। ১০০% পেনশন, ১ঃ৪০০ হারে গ্রাচ্যুইটি, চাকুরীর বয়সসীমা ৬০ বৎসর, ১২ মাসের পরিবর্তে সমুদয় পাওনা ছুটির বেতন প্রদান।

বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি
Bangladesh Class-III Govt. Employees Association
(একটি অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন)
অস্থায়ী কার্যালয় ঃ ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
e-mail : info@bgeac3.com web:wwwbgeac3.com

স্মারক নং ঃ বাতসকস/সম/২০১৪/১১৫ তারিখ ঃ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জুলাই ২০১৪ হতে নতুন জাতীয় বেতন স্কেলের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবী

সরকারি কর্মচারীদের সর্বনিম্ন মূল বেতন ১৫,০০০ টাকা নির্ধারণ করে জুলাই/১৪ হতে নতুন জাতীয় বেতন স্কেলের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং সচিবালয় ও সচিবালয় বহির্ভূত দপ্তর প্রতিষ্ঠানে তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের মধ্যে সৃষ্ট বেতন ও পদমর্যাদার বৈষম্য নিরসন করার দাবী জানিয়েছেন বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি।

শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবী জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ জানান যে, ২০০৯ সালে জাতীয় বেতন কমিশন সুপারিশ বাস্তবায়নের পর গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সীমিত আয়ের কর্মচারীরা আর্থিক অনটনে দিশেহারা। তাই, অবিলম্বে জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, তৃতীয় শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে সৃষ্ট বৈষম্য নিরসন করে সচিবালয়ের স্টেনোগ্রাফার, বাজেট সহকারী, উচ্চমান সহকারী/মহামান্য হাইকোর্টের প্রধান সহকারী, উচ্চমান সহকারীদের ন্যায় অন্যান্য দপ্তর, প্রতিষ্ঠানের প্রধান সহকারী, উচ্চমান সহকারী, কম্পিউটার অপারেটর ও সমমানের সমযোগ্যতা সম্পন্ন কর্মচারীদের ২য় শ্রেণীর পদ মর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদান, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ও নার্সদের মত অন্যান্য ডিপ্লোমাধারী/সমমানের, পদের কর্মচারী ও পদোন্নতি প্রাপ্ত ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ২য় শ্রেণীর পদমর্যাদা প্রদানসহ কর্মকর্তাদের ন্যায় সকল কর্মচারীদের ২ গ্রেড উপরে শতভাগ সিলেকশন গ্রেড প্রদান করে সৃষ্ট বৈষম্য নিরসনের দাবী জানান।

দাবী আদায়ের সমর্থনে সংবাদ সম্মেলনে ঘোষিত কর্মসূচীর মধ্যে ১২-২৬ অক্টোবর/১৪ পর্যন্ত কর্মচারী গণসংযোগ, সভা সমাবেশ, বিভিন্ন দপ্তর প্রতিষ্ঠান চত্বরে দাবী সম্বলিত ব্যানার প্রদর্শন, ২৭ অক্টোবর/১৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে স্মারকলিপি প্রদান। ২৯ অক্টোবর/১৪ হতে ২০ নভেম্বর /১৪ পর্যন্ত দেশব্যাপী বিভাগীয় জেলা শহরে সভা সমাবেশ, ২২ নভেম্বর /১৪ ঢাকায় মানববন্ধন কর্মসূচী পালন। এর মধ্যে দাবী বাস্তবায়ন অনুকূল ঘোষণা না হলে ৬ ডিসেম্বর/১৪ ঢাকায় কর্মচারী মহাসমাবেশের মাধ্যমে পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে বলে জানান।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির সভাপতি মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী সভাপতি জনাব রশিদ উল্লাহ, মোঃ আবদুল কাদের, মহাসচিব লুৎফর রহমান, উপদেষ্টা হারুন উর রশিদ, শাহ মোঃ শফিউল হক, সহ-সভাপতি নাজমা আক্তার, মান্নার হাজারভী, নুরুন্নবী, নজরুল ইসলাম, জাকির হোসেন মল্লিক, অতিরিক্ত মহাসচিব আতাউর রহমান খান, নজরুল ইসলাম, যুগ্ম-মহাসচিব সেলিম মোল্লা, তাপস কুমার সাহা, রমিজ উদ্দিন মাঝি, হেমায়েত হোসেন হিমু, আবদুল আজিজ, ফরিদুর রহমান, মজিফুল হক, মোহাম্মদ হাফেজ, অর্থ সচিব মোঃ হারেছ, সহকারী মহাসচিব আজিজুন নাহার, মারজাহান আক্তার নিপা, শফিকুল ইসলাম, মফিজুল ইসলাম পিন্টু, সাংগঠনিক সচিব রফিকুল ইসলাম মামুন, ঢাকা মহানগর কমিটির কার্যকরী সভাপতি হারুন-অর-রশীদ, সহ-সভাপতি খতিবুর রহমান ও ওবায়দুল হাসান প্রমুখ।

বরাবর
বার্তা সম্পাদক/চীফ রিপোর্টার
.....
.....

বার্তা প্রেরক
সেলিম মোল্লা ২৭/৯/১৪
(মোঃ সেলিম মোল্লা)
যুগ্ম-মহাসচিব
কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ
০১৭১২-০২৪৩৪৬

১(ঘ)। কর্মকর্তাদের ন্যায় ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী সকল কর্মচারীদের প্রতি পদে ৪(চার) বৎসর অন্তর দুই গ্রেড উপরে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করে সৃষ্ট বেতন বৈষম্য নিরসনকরণ।

২(ক)। বাংলাদেশ সচিবালয়ের স্টেনোগ্রাফার, বাজেট সহকারী, উচ্চমান সহকারী ও মহামান্য হাইকোর্টের প্রধান সহকারী, উচ্চমান সহকারীদের ন্যায় সচিবালয় বহির্ভূত অন্যান্য দপ্তর প্রতিষ্ঠানে কর্মরত স্টেনোগ্রাফার, প্রধান সহকারী, উচ্চমান সহকারী, কম্পিউটার/ডাটাএন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর, হিসাব রক্ষক, হিসাব সহকারী, স্টোর কিপার, লিনেন কিপার, হাসপাতাল রেকর্ড কিপার, স্টুয়ার্ড, ডায়টেশিয়ান, এস. জি অপারেটর, এল.এস.জি, এ.পি.এম, টি.পি. অনুরূপ সকল সমপদের সমমর্যাদার কর্মচারীদের পদবী যথাক্রমে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বপদে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতনস্কেল প্রদানকরণ।

২(খ)। ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও ডিপ্লোমা নার্সদের ন্যায় সমশিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ডিপ্লোমা কৃষিবিদ, ডিপ্লোমা হেলথ টেকনোলজিস্ট, ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট এবং ডিপ্লোমা প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত ও সমপদের অন্যান্যদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতনস্কেল প্রদানসহ সমিতির ৬(ছয়) দফা দাবী অনতিবিলম্বে বাস্তবায়নকরণ।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনাদের মাধ্যমে আমাদের পেশকৃত দাবীসমূহ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করার জন্য সদাশয় সরকারের প্রতি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। অন্যথায়, জীবনযাত্রার ন্যূনতম ব্যয় সংকুলান এবং বঞ্চনা থেকে নিস্কৃতির জন্য একান্ত নিরুপায় হয়ে আমাদেরকে আন্দোলনের কর্মসূচী দিতে বাধ্য হতে হবে। আমরা মনে করি সরকার আন্তরিক হলে আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব হতে পারে।

ঘোষিত কর্মসূচী

০১। ১২ অক্টোবর ২০১৪ইং তারিখ হতে ২৬ অক্টোবর ২০১৪ইং পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তর প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী গণসংযোগ, সভা সমাবেশ করা এবং ঢাকার বিভিন্ন দপ্তর কম্পাউন্ডে দাবী সম্বলিত ব্যানার প্রদর্শন। ২৭ অক্টোবর ২০১৪ রোজ সোমবার দাবীনামা সম্বলিত স্মারক লিপি পেশ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গমন।

০২। ২৯শে অক্টোবর ২০১৪ইং হতে ২০ নভেম্বর ২০১৪ইং পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগ ও জেলা শহরে মিটিং, সমাবেশ অনুষ্ঠান, ২২ নভেম্বর ২০১৪ শনিবার দাবী সমর্থনে ঢাকায় মানববন্ধন কর্মসূচী পালন।

০৩। ৩০ নভেম্বর ২০১৪ ইং এর মধ্যে দাবী বাস্তবায়নের ঘোষণা দেয়া না হলে ৬ ডিসেম্বর ২০১৪ শনিবার ঢাকায় কর্মচারী মহা সমাবেশ ও সমাবেশ থেকে কঠোর কর্মসূচী ঘোষনা করা হবে।

সম্মানিত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

একজন ৩য় শ্রেণী সরকারী কর্মচারী সর্বসাকুল্যে বেতন পাচ্ছেন ৭,৫০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা যা বর্তমানে দেশের সর্বনিম্ন আয়ের একজন মানুষের প্রায় সমান। সরকারি কর্মচারীদের সামাজিক মর্যাদার বিষয়টি আজ স্মৃতিমাত্র। একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহলের অপপ্রচার ও চক্রান্তে সরকারি কর্মচারীদের দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠি থেকে বিচ্ছিন্ন করে আউট সোর্সেস কর্মচারী নিয়োগ প্রথা চালু করার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। এহেন অবস্থা থেকে উত্তরণে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার একমাত্র ভরসার স্থল আপনারা সাংবাদিকবৃন্দ।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আজকের এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ও ধৈর্য্য সহকারে আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য প্রজাতন্ত্রের সকল তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমাদের বক্তব্য আপনাদের বহুল প্রচারিত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রচার ও প্রকাশ করার জন্য বিনয়ের সাথে অনুরোধ জানাচ্ছি এবং আজকের সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।

(মোঃ লুৎফর রহমান)
মহাসচিব
০১৯২২-১১৭৫০১

(মোঃ মাহ্‌বুবুর রহমান)
সভাপতি
০১৭১৫-৬৬৫৫৪৬